বিশ্বদরবারে কোচবিহারের ঐতিহ্য তুলে ধরতে ইংরেজিতে বই প্রকাশের পক্ষে জেলাশাসক

সুশান্ত গুহ ● চ্যাংরাবান্ধা

১২ জানুয়ারি ঃ কোচবিহারের রাজ আমল ও কৃষ্টি-সংস্কৃতির ওপরে তথ্যসমৃদ্ধ ইরেজি ভাষায় বই প্রকাশের ওপরে গুরুত্ব আরোপ করলেন কোচবিহারের জেলাশাসক কৌশিক সাহা। তিনি বলেন, কোচবিহারের রাজ আমল ও এখানকার লোকসংস্কৃতি নিয়ে বহু লেখকের বই প্রকাশিত হয়েছে। সেসবের বেশিরভাগই বাংলা ভাষায়। ইংরেজি ভাষায় এ বিষয়ে বইয়ের অভাবে বিশেষ করে ভিনরাজ্য ও বিদেশের পর্যটকরা কোচবিহারের ঐতিহ্য তথা সংস্কৃতির বিষয়ে অন্ধকারেই থেকে যাচ্ছেন।

জেলাশাসক এই প্রতিবেদককে বলেন, অতি সম্প্রতি রাজস্থানের প্রাক্তন মুখ্যসচিব সালাউদ্দিন কোচবিহারে এসেছিলেন। কোচবিহারে এসে তিনি খুশি। কিন্তু তিনি কোচবিহারের ইতিহাস, রাজ আমল, লোকসংস্কৃতি ও সাহিত্য নিয়ে তথ্যসমৃদ্ধ ইংরেজি ভাষায় লেখা কোনো বই পাননি। তিনি বাংলা ভাষায় লেখা বই পড়ে সবকিছু বুঝতে পারেননি। ইংরেজি ভাষায় বই পাওয়া গেলে তিনিও কোচবিহারের অনেক তথ্য জানতে পারতেন। কিন্তু তা হল না। জেলাশাসক বলেন, কোচবিহারের ঐতিহাসিক ঘটনা ও ঐতিহ্যবাহী লোকসংস্কৃতি তথা কোচবিহারের ইতিহাসকে শুধুমাত্র বাংলা ভাষাভাষী মানুষের গণ্ডির মধ্যে না রেখে তা দেশ-বিদেশের মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া দরকার। আর দেশ-বিদেশের বইপড়ুয়া, ভ্রমণপিপাসু তথা গবেষকদের কাছে তা তুলে ধরতে হলে তথ্যসমৃদ্ধ ইংরেজি ভাষায় বই প্রকাশের বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে। তিনি এজন্য গবেষক, সাহিত্যিক তথা প্রকাশকদের এগিয়ে আসার আহবান জানান। তিনি বলেন, শুধুমাত্র ভাষাগত কারণে একটি ঐতিহ্যবাহী জেলার ইতিহাস দেশ-বিদেশের মানুষের কাছে অধরাই থেকে যাচ্ছে। এটা ঠিক নয়। সবার কাছে পৌঁছে দিতে হবে এখানকার লোকসংস্কৃতি ও সাহিত্যসংস্কৃতির ইতিহাস। কোচবিহার জেলার প্রাচীন দেবালয়গুলির কথাও মানুষ জানতে চান। রাজ আমলের বহু নিদর্শনজেলাজুড়ে রয়েছে। কোচবিহারের ইতিহাস, এখানকার প্রত্নতত্ত্ব ও ঐতিহাসিক নিদর্শনগুলোর তথ্যভিত্তিক ইংরেজি বই প্রকাশিত হলে দেশ-বিদেশের মানুষের কাছে পৌঁছে যাবে গৌরবময় কোচবিহারের কৃষ্টি ও সংস্কৃতি। কোচবিহারের গবেষক তথা প্রাবন্ধিক দেবব্রত চাকি কোচবিহারের জেলাশাসকের মতকে স্বাগত জানিয়েছেন। তিনি বলেন, এর আগে কেউ কোনোদিন বলেননি কোচবিহারের গৌরবময় ঐতিহ্যের কথা বিশ্বের মানুষের কাছে তুলে ধরতে ইংরেজিতে বই প্রকাশের কথা। জেলাশাসক ঠিক কথা বলেছেন। তাঁর ভাবনাকে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি। রাজস্থানের প্রাক্তন মুখ্যসচিব হতাশ হয়েছেন কোচবিহার সম্পর্কে ইংরেজি ভাষায় কোনো বই না পেয়ে। দেশ-বিদেশের বইপ্রেমী পর্যটকরাও কোচবিহার সম্পর্কে তথ্য জানা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন, এটা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। জেলাশাসক সঠিকভাবেই বলেছেন, কোচবিহারকে একটি গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে তাকে বিশ্বের মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। এজন্য ইংরেজি ভাষায় বই রচনার প্রয়োজন রয়েছে।

কোচবিহারের ঐতিহাসিক ঘটনা ও ঐতিহ্যবাহী লোকসংস্কৃতি তথা কোচবিহারের ইতিহাসকে শুধুমাত্র বাংলা ভাষাভাষী মানুষের গণ্ডির মধ্যে না রেখে তা দেশ-বিদেশের মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া দরকার। আর দেশ-বিদেশের বইপড়ুয়া, ভ্রমণপিপাসু তথা গবেষকদের কাছে তা তুলে ধরতে হলে তথ্যসমৃদ্ধ ইংরেজি ভাষায় বই প্রকাশের বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে।

–কৌশিক সাহা, জেলাশাসক

চ্যাংরাবান্ধায় বিবেকানন্দ জয়ন্তী

কোচবিহার ব্যুরো, ১২ জানুয়ারি ঃ চ্যাংরাবান্ধায় এক বর্ণময় অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শুক্রবার শুরু হল স্বামী বিবেকানন্দের ১৫৬তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে তিনদিনব্যাপী উত্তরবঙ্গভিত্তিক প্রতিযোগিতামূলক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

এদিন চ্যাংরাবান্ধা বিবেকানন্দ স্পোর্টিং অ্যান্ড কালচারাল অ্যাসোসিয়েশনের ব্যবস্থাপনায় এবং উত্তরবঙ্গ সংবাদ ও মেখলিগঞ্জ ব্লকের বিডিও অফিসের সহযোগিতায় এই অনুষ্ঠানের উদ্‌বোধন করেন রামকৃষ্ণ মঠের নিমাই মহারাজ। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হয়ে উপস্থিত ছিলেন উত্তরবঙ্গ সংবাদের জেনারেল ম্যানেজার প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী, বিশেষ অতিথি অধ্যাপক আনন্দগোপাল ঘোষ, মেখলিগঞ্জ ব্লকের বিডিও বিরূপাক্ষ মিত্র, শিলিগুড়ি পুরনিগমের সচিব সপ্তর্ষি নাগ, লোকসংস্কৃতির গবেষক শচীমোহন বর্মন, সমাজসেবী লক্ষ্মীকান্ত সরকার এবং চা শিল্পপতি রজত কার্জি। সামাজিক দায়বদ্ধতার কথা মাথায় রেখে সমাজজীবনে নানান সেবামূলক কাজের জন্য চ্যাংরাবান্ধা বিবেকানন্দ স্পোর্টিং অ্যান্ড কালচারাল অ্যাসোসিয়েশনের ভূয়সী প্রশংসা করেন উত্তরবঙ্গ সংবাদের জেনারেল ম্যানেজার প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী। অধ্যাপক আনন্দগোপাল ঘোষ বলেন, ‘এদিনের অনুষ্ঠানে উদ্যোক্তারা উদ্যোগপতিদেরকেও সংবর্ধনা দিয়ে এক নতুন দিশা দেখালেন। আমরা চাই কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে উদ্যোগপতিরা আরও এগিয়ে আসুন।

হলদিবাড়িতে শুরু নাট্যোৎসব

হলদিবাড়ি, ১২ জানুয়ারি ঃ নাট্যোৎসব উপলক্ষ্যে হলদিবাড়ির রাজপথে শুক্রবার আলপনা দেওয়া হয়। সাংস্কৃতিক সংস্থা সৃজনী স্থানীয় রবীন্দ্রভবনে নাট্যোৎসবের আয়োজন করেছে। উদ্‌বোধনীর দিন সন্ধ্যায় শিলিগুড়ির বলাকা নাট্যগোষ্ঠী ‘ফোর আওয়ার্স’ নাটকটি মঞ্চস্থ করে। উৎসব চলবে ১৫ তারিখ পর্যন্ত।

সৃজনীর কর্ণধার পূরবী রায়প্রধান জানান, এদিন ৩০ জন শিল্পী প্রায় ৭৫ মিটার দীর্ঘ রাস্তায় আলপনা দেন। এটি অভিনব উদ্যোগ। রবীন্দ্রভবনের সামনের রাস্তায় আলপনা দেওয়া দেখতে প্রচুর মানুষ ভিড় জমায়। জানা গিয়েছে, ১৩ জানুয়ারি বালুরঘাটের নাট্যকর্মীরা মঞ্চস্থ করবেন ‘আজির আজও’ নাটকটি। একই দিনে অশোক নগরের নাট্যমুখের নাটক ‘সময় যান’ পরিবেশিত হবে। ১৪ জানুয়ারি ব্যান্ডেলের আরোহী মঞ্চস্থ করবে ‘ও মাই গড’ ও ‘হলুদ রঙের টি শার্ট’ নাটক দুটি। এছাড়া উৎসবের শেষদিন ১৫ তারিখে বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে থাকছে ব্রততী বন্দ্যোপাধ্যায়ের আবৃত্তির আসর।

বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের নিয়ে বনভোজন

জলপাইগুড়ি, ১২ জানুয়ারি ঃ স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিবসে জলপাইগুড়ি শহরের ষাটজন বৃদ্ধ-বৃদ্ধাকে নিয়ে বনভোজনের আয়োজন করল স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ‘আমরা কজন’। শুক্রবার বোদাগঞ্জে এই বনভোজনের আয়োজন করা হয়। এদিন সকালে জলপাইগুড়ির তিয়াত্তর মোড় এলাকায় জড়ো হন সরকারপাড়া, নাওয়াপাড়া, খড়িয়া, অরবিন্দ এলাকার বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা। এরপর তাঁদের বাসে করে নিয়ে যাওয়া হয় বোদাগঞ্জে। ওই বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের মধ্যে গদাধর ব্রজবাসী, বাসনা পাল ও জল্লেশ পাল জানান, ‘পরিবারের অনেক সমস্যার জন্য কোনোদিন বনভোজনে যাওয়া সম্ভব হয়নি। এই সংগঠনের সাহায্যে শেষ বয়সে এসে সেই সুযোগ পেলাম। এর চেয়ে আনন্দের কিছু নেই।’ সংগঠনের তরফে কনক সাহা জানান, ‘অনেকেই কোনোদিন বনভোজনে যেতে পারেন না। তাঁদের সেই ইচ্ছাপূরণ করতে পেরে আমরা খুশি ও গর্বিত।’

সাড়ম্বরে পালিত হল বিবেকানন্দের জন্মদিবস

জলপাইগুড়ি ব্যুরো, ১২ জানুয়ারি ঃ স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন পালিত হল জলপাইগুড়ি জেলাজুড়ে। এদিন সকালে জলপাইগুড়ি পুরসভা এবং যুব কল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে এবং স্থানীয় বিবেকানন্দ স্পোর্টিং অ্যান্ড কালচারাল ক্লাবের ব্যবস্থাপনায় শহরে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের হয়। শহরে মুহুরিপাড়া মোড়ে স্বামী বিবেকানন্দের মূর্তিতে মাল্যদান করেন চেয়ারম্যান মোহন বসু সহ বিভিন্ন ব্যক্তিত্ব। যুব কল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে বিবেক চেতনা উৎসব অনুষ্ঠিত হয় জলপাইগুড়ি স্পোর্টস কমপ্লেক্সে। যেখানে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ নেয় শহরের বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা। জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানার উদ্যোগে বিবেকানন্দের ওপর একটি তাৎক্ষণিক বক্তৃতা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া দপ্তরের তরফে বিবেক চেতনা উৎসব পালিত হয় শহরের ৬ নম্বর ওয়ার্ডের বিবেকানন্দপাড়ায় স্বামীজি মূর্তির পাদদেশে। অনুষ্ঠানে ধূপগুড়ির বিধায়ক, পুরসভার চেয়ারপার্সন, ভাইস চেয়ারম্যান সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা অংশ নেন। অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের ধূপগুড়ি ইউনিটে রক্তদান শিবিরে ৫৯ জন রক্তদান করেছেন বলে আয়োজকদের তরফে জানা গিয়েছে।

মালবাজারে পুরসভা, সংস্কার সমিতি ও মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের যৌথ উদ্যোগে রাত থেকে স্বামী বিবেকানন্দ চ্যাম্পিয়নশিপ নৈশ ফুটবল শুরু হয়েছে। দক্ষিণ কলোনির স্বামী বিবেকানন্দের মূর্তির পাদদেশ থেকে পদযাত্রা বের হয়। বিজেপি, তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে পৃথকভাবে যথাযোগ্য মর্যাদায় দিনটি উদ্‌যাপিত হয়েছে। রামকৃষ্ণ সারদা সংঘের তত্ত্বাবধানে প্রভাতফেরি, দুস্থ পড়ুয়াদের বইদান ইত্যাদি হয়েছে। যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া দপ্তরের উদ্যোগে রেলওয়ে ময়দানে সকালে বসে আঁকো প্রতিযোগিতা হয়েছে।

গয়েরকাটায় বানারহাট থানার উদ্যোগে শুক্রবার নাথুয়াহাটে দরিদ্র নারায়ণ সেবা করা হল। এদিন নাথুয়াহাট রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে সকাল থেকেই নানা অনুষ্ঠান করা হয়। অনুষ্ঠানের উদ্‌বোধন করেন অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণমন্ত্রী জেমস কুজুর। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ধূপগুড়ির বিধায়ক মিতালি রায়, পুলিশ সুপার অমিতাভ মাইতি সহ অন্য আধিকারিকরা।

এদিন অনুষ্ঠানের শুরুতেই বন্ধ রেডব্যাংক চা বাগানের শ্রমিকদের মধ্যে শীতবস্ত্র, কম্বল বিলি করা হয়।

এদিন ধূপগুড়ি ব্লক প্রশাসনের পক্ষ থেকে দুরামারি চন্দ্রকান্ত হাইস্কুলের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে র‍্যালির মাধ্যমে দিনটি পালন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ধূপগুড়ির বিডিও দীপংকর রায়, জেলাপরিষদের সভাধিপতি নূরজাহান বেগম, ধূপগুড়ির বিধায়ক মিতালি রায় প্রমুখ।

ক্রান্তিতে বিবেকানন্দ স্পোর্টিং ক্লাবের পরিচালনায় সকালে প্রভাতফেরির মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। এরপর বসে আঁকো, আবৃত্তি প্রতিযোগিতা সহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং ফুটবল ম্যাচের আয়োজন করা হয়েছিল। মাল বিধানসভার বিধায়ক বুলু চিকবড়াইক, সমাজসেবী করিমুল হক, মাল ব্লকের বিডিও সহ এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিত্ব উপস্থিত ছিলেন।

রাজগঞ্জের ভুটকিহাটে বিবেক চেতনা উৎসব পালন করা ছাড়াও বিভিন্ন ক্লাব ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার পক্ষ থেকে রক্তদান শিবির, বস্ত্রদান, দরিদ্র নারায়ণ সেবা এবং প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান করা হয়। এই দিন বিজেপির পক্ষ থেকে ফাটাপুকুরে এবং ফুলবাড়ি ক্যানেল মোড়ে রক্তদান শিবির করা হয়। বিজেপির রক্তদান শিবিরের উদ্‌বোধন করেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জেপি নাড্ডা। বিবেক চেতনা উৎসবের সূচনা করে রাজগঞ্জের বিধায়ক খগেশ্বর রায়।

মেটেলিতে বিবেক চেতনা উৎসব হয় দক্ষিণ ধূপঝোরার কয়েতপাড়ায়। এদিন এই অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে দারুণ সাড়া পড়ে। মেটেলি ওয়াইএমএ ক্লাব, মেটেলি বালিকা বিদ্যালয়, মেটেলি থানার উদ্যোগে মেটেলি বাজারে বর্ণাঢ্য র‍্যালি করা হয়।

নাগরাকাটায় খুদেদের নিয়ে শোভাযাত্রার আয়োজন করে পরিবেশ নির্মল রাখার আর্জি জানাল নাগরাকাটার অগ্রগামী সাংস্কৃতিক সংঘ ও পাঠাগার। শুক্রবার সকালে আয়োজিত ওই শোভাযাত্রা থেকে সবুজ বাঁচানো ও নিজের এলাকা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য বাড়ি বাড়ি ঘুরে প্রচার করতেও দেখা যায় ক্লাব সদস্যদের পাশাপাশি এতে অংশগ্রহণকারী স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের।

বিবেকানন্দ জয়ন্তী উপলক্ষ্যে শুক্রবার জলপাইগুড়িতে বিজেপি-র র‍্যালি। ছবি ঃ সমীর

টুকরো খবর

ক্রান্তিতে পথ নিরাপত্তা সপ্তাহ

ক্রান্তি, ১২ জানুয়ারি ঃ শুক্রবার এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পথ নিরাপত্তা সপ্তাহ পালন শুরু করল ক্রান্তি পুলিশ ফাঁড়ি কর্তৃপক্ষ। এদিন বেলা দুটো নাগাদ ক্রান্তি ফাঁড়ি থেকে একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালি বের করা হয়। রাস্তা দিয়ে চলাচলকারী যানবাহনগুলিকে থামিয়ে চালকদের মধ্যে লজেন্স ও পথ নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়ে ছাপানো লিফলেটও বিলি করা হয়। ১১ জানুয়ারি থেকে শুরু হওয়া ওই পথ নিরাপত্তা সপ্তাহ পালন কর্মসূচি আগামী ১৭ জানুয়ারি পর্যন্ত চলবে।

প্রতিবন্ধী কল্যাণ সমিতির সভা

জলপাইগুড়ি, ১২ জানুয়ারি ঃ বঙ্গীয় প্রতিবন্ধী কল্যাণ সমিতির জলপাইগুড়ি জেলা কমিটির সভা শহর সংলগ্ন ডেঙ্গুয়াঝাড় তেঁতুলতলায় শুক্রবার অনুষ্ঠিত হল। এই সভায় বক্তারা অভিযোগ করেন, প্রচুর প্রতিবন্ধী সরকারি সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। তাঁরা ভাতা পাচ্ছেন না। শিক্ষিত প্রতিবন্ধীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে উদ্যোগ গ্রহণ করা জরুরি। ১০০ দিনের কর্ম সুনিশ্চিত প্রকল্পের কাজও পাচ্ছেন না প্রতিবন্ধীরা। সভা থেকে প্রতিবন্ধী উন্নয়নের বোর্ড গঠনের দাবি উঠেছে। কিশোর বিশ্বকর্মার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখেন সফিকুল ইসলাম, পুষ্পকান্ত বর্মন, চন্দনা বর্মন, দীপা রায় প্রমুখ।

আগুন পোহাতে গিয়ে অগ্নিদগ্ধ

ধূপগুড়ি, ১২ জানুয়ারি ঃ শীতের ভোরে উষ্ণতা পেতে আগুন পোহাতে গিয়ে অগ্নিদগ্ধ হলেন এক মহিলা। ঘটনাটি ঘটেছে ধূপগুড়ি ব্লকের গাদং-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের সাতভেন্ডি এলাকায়। আহতের নাম মরিয়ম নেছা (৫৫)। তাঁর পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার সকালে মহিলা বাড়ির উঠানে একাই খড়ের আগুন পোহাচ্ছিলেন। হঠাৎই খড় থেকে মহিলার শাড়িতে আগুন লেগে যায়। মহিলার দেওর আমিরুদ্দিন মিয়াঁ বলেন, হঠাৎ আগুন লেগে যায় বউদির শাড়িতে। এমনকি ঘটনার সময় আশেপাশে কেউ না থাকায় তাঁকে আগুনের থেকে দ্রুত উদ্ধার করা যায়নি। শরীরের অনেকটা অংশ পুড়ে যায়।

ঘটনার পর মহিলাকে উদ্ধার করে ধূপগুড়ি হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। কিন্তু সেখানে বার্ন ইউনিট না থাকায় তাঁকে জলপাইগুড়ি সদর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

নাগরাকাটায় পথ নিরাপত্তা সপ্তাহ

নাগরাকাটা, ১২ জানুয়ারি ঃ নাগরাকাটা থানার উদ্যোগে ২৯তম পথ নিরাপত্তা সপ্তাহ উপলক্ষ্যে শুক্রবার একটি বিশাল শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়। পুলিশ জানিয়েছে, আগামী ১৭ তারিখ পর্যন্ত পথ নিরাপত্তা সপ্তাহ পালন করা হবে। পুলিশের পক্ষ থেকে এই বিশেষ কর্মসূচিতে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে হেলমেট পরে বাইক চালানো ও চার চাকার গাড়ি চালাবার সময় চালকের সিটবেল্ট বাঁধার ওপর। নাগরাকাটা থানার ওসি নন্দকুমার দত্ত বলেন, সড়ক দুর্ঘটনা রোধ করতে পুলিশ সবসময়ই সচেষ্ট।

ধর্ষণের অভিযোগ

জলপাইগুড়ি, ১২ জানুয়ারি ঃ নাবালিকা ভাইঝিকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠল কাকার বিরুদ্ধে। শুক্রবার সন্ধ্যায় ঘটনাটি ঘটেছে জলপাইগুড়ি শহর সংলগ্ন একটি চা বাগান এলাকায়। নির্যাতিতার পরিবার ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে জলপাইগুড়ি মহিলা থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে। মহিলা থানার ওসি উপাসনা গুরুং বলেন, অভিযোগ পেয়েছি। নাবালিকাকে ডাক্তারি পরীক্ষার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে পকসো ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে।

দলবদল

নাথুয়া, ১২ জানুয়ারি ঃ বৃহস্পতিবার রাতে শালবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় পঞ্চায়েত সদস্য ললিতা ওরাওঁ তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিলেন। ফলে ভোটে না জিতেও এই পঞ্চায়েতে বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্যের সংখ্যা দাঁড়াল ১। ললিতাদেবীর বক্তব্য, দলে গুরুত্বহীন হয়ে পড়ছিলেন তিনি। সেজন্যই দলত্যাগ। এদিকে তৃণমূলের শালবাড়ি-২ অঞ্চল সভাপতি কালিপদ রায়ের দাবি, তিনি এব্যাপারে কিছু জানেন না।

মশাল মিছিল

বাগডোগরা, ১২ জানুয়ারি ঃ সিপিআইএমের দার্জিলিং জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে ১৫-১৬ জানুয়ারি। এই সম্মেলন সফল করতে শুক্রবার বাগডোগরায় দলের পক্ষ থেকে মশাল মিছিল করা হয়। সন্ধ্যায় আপার বাগডোগরা দলীয় কার্যালয় থেকে মশাল হাতে দলীয় কর্মীরা মিছিল করেন। সম্মেলন সফল করার পাশাপাশি তৃণমূলের দুর্নীতি, সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে মিছিলকারীরা সরব হন।

চা শিল্পের সমস্যা নিয়ে আলোচনা টিবিআইটিএর সভায়

বাগডোগরা, ১২ জানুয়ারি ঃ শুক্রবার মাটিগাড়ার একটি ক্লাবে টেরাই ব্রাঞ্চ ইন্ডিয়ান টি অ্যাসোসিয়েশনের ৫৬তম বার্ষিক সাধারণ সভা হয়। সভায় মুখ্য অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পর্যটনমন্ত্রী গৌতম দেব। সভায় চা শিল্পের নানা সমস্যা ও এই শিল্পের ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা হয়। পর্যটনমন্ত্রী ছাড়াও আইটিএর ওয়েস্ট বেঙ্গল রিজিওনাল কমিটির চেয়ারপার্সন নয়নতারা পালচৌধুরি, আইটিএর সেক্রেটারি জেনারেল অরিজিৎ রাহা, টিবিআইটিএর সেক্রেটারি সঞ্জয় বাগচি, টিবিআইটিএর ভাইস চেয়ারম্যান ডিসি রায় সহ অন্যরা সেখানে বক্তব্য রাখেন। এদিনের সভায় পর্যটনমন্ত্রী বলেন, ‘বর্তমানে চা শিল্প নানা সমস্যার মধ্যে রয়েছে। রাজ্য সরকার এই সমস্যাগুলি সম্পর্কে অবগত। চা শিল্পের সমস্যা দূর করতে রাজ্য সরকার ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। টি অ্যাডভাইসরি কমিটিও গঠিত হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী এই শিল্পের উন্নতির জন্য কাজ করে চলেছেন। শ্রমিক আবাসগুলির পরিকাঠামো, পানীয় জল, বিদ্যুৎ, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিসেবার দিকে রাজ্য সরকার নজর দিয়েছে। চা শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি নিয়েও আলোচনা চলছে। ইতিমধ্যে তাঁদের মজুরি ১৭ টাকা ৫০ পয়সা বাড়ানো হয়েছে। ত্রিপাক্ষিক বৈঠকেও আলোচনা ফলপ্রসূ হবে বলে আমি আশাবাদী।’ নয়নতারা পালচৌধুরি বলেন, ‘বর্তমানে চা শিল্প এক অনিশ্চিত অবস্থায় রয়েছে। পাহাড়ে লাগাতার বন্‌ধ চা শিল্পের সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করেছে। বন্‌ধের ফলে এই শিল্পে প্রায় পাঁচশো কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে। ২০-৩০ শতাংশ উৎপাদন কমে গিয়েছে।’ এই ক্ষতি সামলে ওঠার জন্য তিনি বেশকিছু প্রস্তাবও দেন। এদিনের সভায় টিবিআইটিএর বার্ষিক প্রতিবেদন তুলে ধরেন সংগঠনের চেয়ারম্যান মনোজ ত্যাগী। টি অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়ার সচিব সুমিত ঘোষ, ভোজনারায়ণ চা বাগানের ডিরেক্টর প্রসেনজিৎ সাহা সহ অন্যরা সভায় উপস্থিত ছিলেন।

ডাম্পারের ধাক্কায় গুরুতর জখম এক

ধূপগুড়ি, ১২ জানুয়ারি ঃ শুক্রবার রাত সাড়ে নয়টা নাগাদ ধূপগুড়ি চৌপথিতে একটি পণ্য বোঝাই ডাম্পারের ধাক্কায় এক মোটরবাইকচালক গুরুতর আহত হলেন। পুলিশ সূত্রে খবর, আহত ব্যক্তির নাম সঞ্জয় নাগ (৫০)। তিনি ধূপগুড়ি পুর এলাকার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা ছিলেন। গয়েরকাটা থেকে জলপাইগুড়িগামী ওই ডাম্পারটি এদিন উলটোদিক থেকে আসা ওই মোটরবাইকচালককে ধাক্কা মারে। ঘাতক ডাম্পারটি বেশ কিছুদূর অবধি তাঁকে হিঁচড়ে নিয়ে যায়। এরপর সেটি পালিয়ে যায়। খবর পেয়ে ধূপগুড়ি দমকলকেন্দ্রের কর্মীরা সঞ্জয়বাবুকে উদ্ধার করে ধূপগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখান থেকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে জলপাইগুড়ি জেলা হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে। ধূপগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতাল সূত্রে খবর, আহত ব্যক্তির ডান পা ভেঙেছে ও শরীরের নানা জায়গায় আঘাত রয়েছে।

ধূপগুড়ি থানা সূত্রে জানা গিয়েছে, পরপর চারটি ভুটানের নম্বরের ডাম্পার ওই পথে যাচ্ছিল। তৃতীয় ডাম্পারটির আঘাতে ওই ব্যক্তি আহত হন। পুলিশ একটি ডাম্পারকে আটক করেছে।

শীতবস্ত্র বিতরণ

মানিকগঞ্জ, ১২ জানুয়ারি ঃ বৃক্ষরোপণ ও দুস্থদের মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরণের মধ্য দিয়ে মানিকগঞ্জে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ‘প্রগতি’-র পথচলা শুরু হল। নতুন সংস্থাটির সম্পাদক তেজেন্দ্রনাথ রায় ও সভাপতি সুরঞ্জন মণ্ডল জানান, বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে দিনটি পালন করেন তাঁরা। এদিন এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এলাকার দুস্থদের মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়। শীতবস্ত্র হিসাবে কম্বল বিতরণ করেন জলপাইগুড়ি জেলাপরিষদের সহসভাধিপতি বিধানচন্দ্র রায়, মানিকগঞ্জ বিওপি কোম্পানির কমান্ডার মুকেশ কুমার, স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান সঞ্জীব রায় প্রমুখ। এরপর সংস্থার দপ্তরের মাঠে চারাগাছ রোপণ করা হয়। সেফ ড্রাইভ সেভ লাইভ সম্পর্কে এলাকার বাসিন্দাদের সচেতনও করা হয়।

স্বাস্থ্য শিবির

লাটাগুড়ি, ১২ জানুয়ারি ঃ স্বাস্থ্যপরীক্ষা শিবির, বস্ত্রদান এবং দুস্থদের খাওয়াল লাটাগুড়ি যুবমঞ্চ। শুক্রবার মঞ্চের তরফে স্বাস্থ্যপরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয়। শিবিরে প্রায় ৭০ জনের স্বাস্থ্যপরীক্ষা করেন মাল সুপার স্পেশালিস্ট হাসপাতালের চিকিৎসক বিশ্বনাথ টুডু। পাশাপাশি এদিন এলাকার ৫০ জন দুস্থকে শীতবস্ত্র দেওয়া হয়। মঞ্চের পক্ষে এ খবর জানান অনির্বাণ মজুমদার, সমীর পাল ও বিভাস চন্দ্র। মধ্যাহ্নভোজনেরও আয়োজন ছিল।

রক্তদান শিবির

ময়নাগুড়ি, ১২ জানুয়ারি ঃ জলপাইগুড়ি ব্লাড ব্যাংকে রক্তের অভাব মেটাতে ময়নাগুড়ি রোডের ওয়েসিস অ্যাথলেটিক ক্লাবের ব্যবস্থাপনায় রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হল শুক্রবার। এদিন ক্লাবগৃহে শিবিরটি অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরে পুরুষ ও মহিলা মিলিয়ে মোট ৫৩ জন রক্তদান করেন। জলপাইগুড়ি ব্লাড ব্যাংক কর্তৃপক্ষ শিবিরের আয়োজন করে। সংগৃহীত রক্ত পাঠানো হয়েছে জলপাইগুড়ি ব্লাড ব্যাংকে। রক্তদাতাদের ক্লাবের পক্ষ থেকে একটি করে গাছের চারা দেওয়া হয়। **–সংবাদ নিউজ সার্ভিস**

শ্রমিকমেলা শেষ

মালবাজার, ১২ জানুয়ারি ঃ শ্রম বিভাগের উদ্যোগে মাল মহকুমা শ্রমিকমেলা শেষ হল। মালের বিডিও অফিস লাগোয়া মাঠে দুদিনের মেলাটি অনুষ্ঠিত হয়। শুক্রবার মেলাতে বসে আঁকো, প্রশ্নোত্তর পর্ব, আলোচনা সভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। মেলায় শ্রম দপ্তরের বিভিন্ন প্রকল্পের স্টল ছিল।

চোলাই ঠেক ভাঙল আবগারি দপ্তর

জলপাইগুড়ি, ১২ জানুয়ারি ঃ জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের চা বাগান অধ্যুষিত বেশ কয়েকটি এলাকায় অতর্কিতে অভিযান চালিয়ে চোলাই মদের ঠেক ভাঙল আবগারি দপ্তর। আবগারি সদর ব্লকের ওসি দেবীপ্রসাদ দাসের নেতৃত্বে এদিন সন্ধ্যায় তল্লাশি অভিযান চালানো হয়।

দেবীপ্রসাদবাবু জানিয়েছেন, এই এলাকাগুলি থেকে তাঁরা তৈরি করা ২০০ লিটার চোলাই মদ বাজেয়াপ্ত করে নষ্ট করে দিয়েছেন। এছাড়াও চোলাই মদ তৈরির কাঁচামাল হিসেবে অপরিশোধিত প্রায় ৮০০ লিটার বিষাক্ত তরল উদ্ধার করে নষ্ট করা হয়েছে।

বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী তৃণমূল

ময়নাগুড়ি, ১২ জানুয়ারি ঃ তৃণমূল কংগ্রেস সমর্থিত প্রার্থীরা ময়নাগুড়ি কনজিউমার কোঅপারেটিভ সোসাইটির পরিচালন কমিটির নির্বাচনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হলেন। নির্বাচনে মোট আসন ৯টি আসনের জন্য, মনোনয়নপত্র তোলা, জমা দেওয়া ও প্রত্যাহারে বৃহস্পতি ও শুক্রবারকে ধার্য করা হয়েছিল। নির্বাচনে তৃণমূল সমর্থিত প্রার্থীদেরই মনোনয়নপত্র জমা পড়ে। ময়নাগুড়ি-১ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি মনোজ রায় বলেন, বিরোধীরা মনোনয়নপত্র জমা না দেওয়ায় তৃণমূল সমর্থিত প্রার্থীরা সবকয়টি আসনেই জয়ী হন। শীঘ্রই নতুন কমিটি গঠন করা হবে।’

বিধায়কের দান করা জমিতে দ্বারোদ্‌ঘাটন হল শিশুশিক্ষাকেন্দ্রের

ময়নাগুড়ি, ১২ জানুয়ারি ঃ শুক্রবার দুপুরে ময়নাগুড়ি ব্লকের খাগড়াবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার টেকাটুলি শিশুশিক্ষাকেন্দ্রের নতুন ভবনের দ্বারোদ্‌ঘাটন হল। নতুন ভবনের দ্বারোদ্‌ঘাটন করেন ময়নাগুড়ির বিধায়ক অনন্তদেব অধিকারী। ভবনটি তৈরির জন্য ৫ কাঠা জমি বিধায়ক নিজে দান করেছেন।

এতদিন এলাকারই জনৈক বাসিন্দার বাড়ির বারান্দায় শিশুশিক্ষাকেন্দ্রের পঠনপাঠন চলত। রোদ এবং বৃষ্টিতে সমস্যায় পড়তে হত পড়ুয়া, শিক্ষক ও অভিভাবকদের। বিধায়ক অনন্তদেব অধিকারী বলেন, ‘জায়গার সমস্যায় শিশুশিক্ষাকেন্দ্রটি বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরিস্থিতি হয়। পাশে আমার নিজস্ব জমি ছিল। পরে আমি শিশুশিক্ষাকেন্দ্র নির্মাণের জন্য ৫ কাঠা জমি দান করেছি। শুক্রবার সেই নতুন ঘরটিরই দ্বারোদ্‌ঘাটন করলাম এলাকার মানুষজনকে নিয়ে। পানীয় জলের জন্য একটি রিজার্ভার এবং একটি অফিসঘর নির্মাণের জন্য আমার উন্নয়ন তহবিল থেকে টাকা বরাদ্দ করব। প্রকল্প তৈরি করতে বলেছি।’

খাগড়াবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান বাসন্তী সরকার বলেন, এটা একটা দৃষ্টান্তমূলক কাজ করা হল । ময়নাগুড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সুভাষ বসু বলেন, জমি না পেলে শিশুশিক্ষাকেন্দ্রটি বন্ধ করে দিতে হত।

শিশুশিক্ষা কেন্দ্রের সামনে অনন্তদেব অধিকারী। ছবি ঃ বাণীব্রত চক্রবর্তী

গজলডোবায় আয় বাড়াতে উদ্যোগ

রাজগঞ্জ, ১২ জানুয়ারি ঃ গজলডোবায় পর্যটকদের নৌকাবিহার করানো এবং পাখি চেনাবেন এলাকার বনসুরক্ষা কমিটির সদস্যরা। তাঁরা একরকম গাইড হিসেবে কাজ করবেন। এ ব্যাপারে সাহায্য করবে বৈকুণ্ঠপুর বনবিভাগ। শুক্রবার বেলাকোবা রেঞ্জ অফিসার সঞ্জয় দত্তের উপস্থিতিতে সিদ্ধান্ত নিয়ে একটি কমিটি করা হয়। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, পরিযায়ী পাখি, তিস্তা ব্যারেজ এবং বৈকুণ্ঠপুর জঙ্গল ও জঙ্গলের বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণীর জন্য গজলডোবা পর্যটকদের কাছে আকর্ষণীয় স্থান। এলাকার বাসিন্দারা আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়ার আশায় বুক বেঁধেছেন। এলাকার বাসিন্দা প্রহ্লাদ সরকার, রবি মালো, অনিল সন্ন্যাসী প্রমুখ বলেন, গজলডোবা এলাকার তিস্তার চরে কয়েক হাজার মানুষ বসবাস করে। মূলত তিস্তার চরে সবজি চাষ ও তিস্তা নদী থেকে মাছ শিকার করা তাদের পেশা। গজলডোবা একটি পর্যটনকেন্দ্র হিসেবে পরিচিত হওয়ায় প্রতিদিন বহিরাগত অনেক পর্যটক আসেন। ফলে গজলডোবায় বেশকিছু দোকানপাট, হোটেল ও ফাস্টফুডের দোকান গড়ে উঠেছে। কিন্তু পাখিদের সঙ্গে পরিচয় করানো এবং নৌকাবিহারের কোনো ব্যবস্থা নেই। এছাড়া দুই বছর থেকে গজলডোবায় পিকনিক বন্ধ করে দেওয়ায় পর্যটকদের সংখ্যা কিছুটা হলেও কমেছে বলে এলাকার বাসিন্দাদের দাবি। এতে ওই ব্যবসায়ীদের উপার্জনে ভাটা পড়েছে। তাই পর্যটকদের আকর্ষণ করার পাশাপাশি বিকল্প আয়ের জন্য একজোট হয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দা তথা মিলনপল্লি যৌথ বন পরিচালন কমিটি। এখন থেকে তাঁরাই পর্যটকদের পাখি চেনানো এবং নৌকাবিহার করাবেন। বৈকুণ্ঠপুর বনবিভাগের বেলাকোবা রেঞ্জ অফিসের পক্ষ থেকে তাঁদের সবরকম সাহায্যের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। রেঞ্জ অফিসার সঞ্জয় দত্ত বলেন, ওই বন সুরক্ষা কমিটিতে শতাধিক সদস্য রয়েছেন। বন ও বন্যপ্রাণী দেখভালের পাশাপাশি পর্যটকদের পাখি চিনিয়ে এবং নৌকাবিহার করিয়ে যাতে কিছু উপার্জন করতে পারেন সেই চেষ্টা করা হচ্ছে। এলাকার মানুষের প্রায় ৩০টি নৌকা বোটিংয়ের জন্য ব্যবহার হবে। লাইফ জ্যাকেট সহ প্রয়োজনীয় সাহায্য বেলাকোবা রেঞ্জ অফিস থেকে করা হবে।

পর্যটকদের সুবিধার্থে ক্রান্তিকে থানায় রূপান্তরিত করার প্রস্তাব

ময়নাগুড়ি, ১২ জানুয়ারি ঃ জলপাইগুড়ি জেলা প্রশাসনের তরফে পর্যটকদের সুবিধার্থে ক্রান্তি পুলিশ ফাঁড়িকে থানায় রূপান্তরিত করার প্রস্তাব পাঠানো হল রাজ্য সরকারকে। শুক্রবার জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশ সুপার অমিতাভ মাইতি এই খবর জানিয়ে বলেন, ‘মূলত পর্যটকদের কথা মাথায় রেখেই আমরা এই প্রস্তাব পাঠিয়েছি।’

পুলিশ সুপার বলেন, লাটাগুড়িতে সারা বছরই পর্যটকদের ভিড় থাকে। ক্রান্তি পুলিশ ফাঁড়িও সঠিকভাবেই কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। তবু ক্রান্তি থানা হলে সেক্ষেত্রে আরও বাড়তি সুবিধা মিলবে। কারণ মালবাজার থেকে লাটাগুড়ির দূরত্ব অনেকটাই। মোট দশটি অঞ্চল নিয়ে মাল থানা, পাঁচটি অঞ্চলকে নিয়ে ক্রান্তি থানা করতে পারলে প্রশাসনিক সুবিধা মিলবে। মৌলানি, ক্রান্তি, লাটাগুড়ি, চাঁপাডাঙ্গা ও চ্যাংমারি নিয়ে ক্রান্তি থানার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। বাকি পাঁচটি নিয়ে মাল থানা থাকছে। পুলিশ সুপার অমিতাভ মাইতি বলেন, ‘আমরা ক্রান্তিতে এক একর জমি পেয়েছি। প্রক্রিয়া চলছে।’

এছাড়াও শুক্রবার দুপুরে ময়নাগুড়ির টেকাটুলিতে জলপাইগুড়ি জেলার হাইওয়ে ২ নম্বর ট্রাফিক অফিসের উদ্‌বোধন করলেন জলপাইগুড়ি জেলার পুলিশ সুপার অমিতাভ মাইতি। মালবাজার, ধূপগুড়ি ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে টেকাটুলিতে এই অফিস উদ্‌বোধন হল।

পুলিশ সুপার বলেন, জাতীয় এবং রাজ্য সড়কের পাশে এই হাইওয়ে ট্রাফিক অফিসগুলি করা হয় যাত্রীসাধারণ এবং পরিবহণকর্মীদের পরিসেবা দেওয়ার জন্য। যেকোনো সমস্যা হলে তাঁরা আমাদের রিপোর্ট করবেন। এসপি বলেন, পরবর্তীতে আমরা যাতে পরিসেবা আরও বাড়াতে পারি সেদিকে লক্ষ্য রাখা হবে।

স্বাস্থ্য পরিসেবায় জোর দেবে কেন্দ্র, জানালেন মন্ত্রী

ময়নাগুড়ি, ১২ জানুয়ারি ঃ ময়নাগুড়ি, ধূপগুড়ি ও মালবাজার ব্লকের বিজেপি নেতা-কর্মীদের নিয়ে বৈঠক করলেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জগৎপ্রসাদ নাড্ডা। শুক্রবার সকাল দশটা থেকে ময়নাগুড়ির মাড়োয়ারি গেস্ট হাউসে তিনটি ব্লকের নেতা-কর্মীদের নিয়ে তিনটি পৃথক বৈঠক করেন তিনি। বিজেপি সূত্রে খবর, কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্পগুলি সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে ওয়াকিবহাল করা ও সেগুলির সুবিধা সাধারণ মানুষ সঠিকভাবে পাচ্ছেন কিনা, মন্ত্রী দলের নেতা-কর্মীদের তা দেখার নির্দেশ দেন। সেইসঙ্গে প্রতিটি এলাকায় নির্দিষ্ট সময়ে দলীয় সম্মেলন করা ও সকল মানুষের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখার নির্দেশ দেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, ‘আর্থিক সমস্যা সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় সরকার স্বাস্থ্য পরিসেবায় জোর দেবে। সকলে যাতে সুষ্ঠু স্বাস্থ্য পরিসেবা পান, তার ব্যবস্থা করা হবে। সাধারণ মানুষ যাতে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্পগুলির সুবিধা পান, সেদিকে দলের নেতা-কর্মীদের নজর রাখতে বলা হয়েছে।’ এখানে বৈঠক সেরে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী দুপুর একটা নাগাদ বেরিয়ে যান।

আলাদা কৃষক উৎপাদক সংস্থা গড়ল নাবার্ড

নাগরাকাটা, ১২ জানুয়ারি ঃ কৃষকরা নিজেরাই যাতে তাঁদের উৎপাদিত ফসল বাজারে বিক্রি করতে পারেন সেজন্য আলাদা কৃষক উৎপাদক সংস্থা গড়ল ন্যাশনাল ব্যাংক ফর এগ্রিকালচার অ্যান্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট (নাবার্ড)। জলপাইগুড়ি জেলার জন্য গৃহীত এই উদ্যোগটি শুক্রবার ময়নাগুড়ির ভাঙ্গামালি গ্রামের কৃষকদের নিয়ে শুরু হয়। নাবার্ড জানিয়েছে, এখন থেকে ওই সংস্থাই কৃষকদের উৎপাদিত ফসল বাজারে বিক্রি করার ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা পালন করবে। নাবার্ডের জলপাইগুড়ির ডিস্ট্রিক্ট ডেভেলপমেন্ট ম্যানেজার গণেশ বিশ্বাস বলেন, ‘ধাপে ধাপে জেলার অন্যান্য কৃষি এলাকাগুলিতেও এ ধরনের সংস্থা গড়ে তোলা হবে।’